R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSI —4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৯০ সাল
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২্, সডাক ১৪্

জঙ্গিপুরে ৭৫টি গ্রাম আট ফুট জলের নীচে, দেড় লক্ষ লোক জলবন্দী, বিধ্বংসী বন্যায় মৃত ৩

বিমান হাজরা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় ৭৫টি গ্রাম এখন আট থেকে দশ ফুট জলের তলায়। পদ্মার ব্যাপক জলস্ফীতিতে রঘুনাথগঞ্জ-২ এবং সুতী-১ ব্লকের ওই সমস্ত গ্রামগুলিতে বন্যার হঠাৎ হানায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। প্রায় ১২শো বাড়ি পদ্মার জলের তোড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। পদ্মার তীরবর্তী সীমান্ত বরাবর চর এলাকার গ্রামগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানকার কয়েক হাজার গ্রামবাসীর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। জলবন্দী লোকেদের উদ্ধার করার প্রশাসনিক পর্যায়ে কোনো তৎপরতা নেই। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে প্রায় ৪০টি নৌকোকে উদ্ধার কার্য্যে লাগানো হলেও বিডিও এ কে চন্দ্র জানান, জলবন্দী লোকেরা কেউই নিজেদের বাড়িঘর ও জিনিসপত্র ছেড়ে আসতে চাইছেন না। ওই ব্লকে ৮টি ত্রাণ শিবির খোলা হলেও তাতে ৪০টির বেশী পরিবারকে আনা যায়নি। সুতী-১ ব্লকের অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে ব্লক অফিসের ব্যর্থতায় হাজার হাজার মানুষ প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বন্যায় দুঃসহ অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। কোনো সরকারী কর্মচারীই গ্রামগুলিতে গিয়ে জলবন্দী লোকেদের উদ্ধারে কোনোরকম ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ত্রাণ শিবির খোলা হলেও ৭৫টি গ্রামের কোথাও এক গ্রাম চিড়ে, চাল বা গম বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ হিসেবে বন্টন করা হয়নি। মহকুমার ভাঁড়ার একেবারে শূন্য। বার বার বার্তা পাঠানো সত্ত্বেও ডি এম এবং রাইটার্স থেকে কোনো সাহায্য তো দূরের কথা এ ব্যাপারে তাদের তরফে কোনোরকম উচ্চবাচ্যও করা হয়নি এ পর্যন্ত। ডি এম প্রদীপ ভট্টাচার্য্য বুধবার (আজ) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গিপুরের এই বিধ্বংসী বন্যার চিত্র সরজমিনে দেখে গেছেন। বন্যার ভয়াবহতায় তিনিও আতংকিত। বন্যার্ত বহু মানুষ তাকে সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে বন্যার্তদের মধ্যে ৫ হাজার মত শুকনো পাউরুটি বিলি করার ব্যবস্থা হয়েছে। এ খাবার বন্যার্তদের কাছে সমুদ্রে বারি বিন্দু ছাড়া কিছুই নয়। ফলে হাজার হাজার জলবন্দী মানুষ রয়েছেন অনাহারে। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে সর্বত্র। আহিরণের কাছে কাটিডারা বাঁধটি বন্যার তোড়ে ভেঙ্গে গেছে। ফাদিলপুরের কাছে এ্যাফ্লেক্স বাঁধ নিয়ে আশংকা বেড়েছে। ওই বাঁধ ভেঙ্গে গেলে পদ্মা ও গঙ্গা একাকার হয়ে আরও শতাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়ে যাবে। 'আটাত্তর সালের ভয়াবহ বন্যার পাঁচ বছর পর জঙ্গিপুর এ রকম বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়ল। '৮০ সালেও এই এলাকায় একবার বন্যা দেখা দেয়। সেবার জলের উচ্চতা ছিল ২৪·৩৫০ মিঃ। এবারে এ পর্যন্ত সে উচ্চতা ২৪·২২২ মিটারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। উচ্চতা কম থাকলেও একাধিক বাঁধ দেওয়ায় অবরুদ্ধ জল বন্যাকে ভয়াবহ করে তুলেছে। গত কয়দিনে রঘুনাথগঞ্জ-২ এবং সুতী-১ ব্লকের প্লাবিত গ্রামগুলির যে অবস্থা আমি সরজমিনে দেখে এসেছি তা অবর্ণনীয়। সরকারী ভাষ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বলা হয়েছে, ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার। ৭৪০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা একেবারে নিশ্চিহ্ন। এ হিসেব বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বেমানানই শুধু নয়, রীতিমত হাস্যকরও। ওই দুই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর ষ্টেশন চত্বরে দুষ্কৃতকারীদের রামরাজত্ব, বিপন্ন নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন এলাকায় দিনের পর দিন দুষ্কৃতকারদের কার্য্যকলাপ বেড়ে চলায় ওই এলাকার বাসিন্দা ও রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ১৩ সেপটেম্বর রাত্রে এক মহিলা যাত্রীকে একদল দুষ্কৃতকারী ধর্ষণের চেষ্টা করলে কয়েকজন গ্রামবাসীর প্রতিরোধে তা ব্যর্থ হয়। এই ঘটনার পর থেকে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে আতংক আরো বেড়েছে। অভিযোগ, এক শ্রেণীর রেল কর্মচারী এই সব দুষ্কৃত কর্মের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামবাসীরা অনেকেই এদের পরিচয় জানে। কিন্তু ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। দীর্ঘদিন ধরেই ওই ষ্টেশন এলাকায় ছিনতাই হচ্ছে। রেলের ব্যাটারী, ফ্যান প্রভৃতি চোরা পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দুষ্কৃতকারীদের আড্ডা ওই এলাকায় গুটিকয় চায়ের দোকানে। সেগুলি সুরা এবং সাকীর ঘাঁটি হিসেবে বহুল পরিচিত। রাত্রিবেলায় ওই সব চত্বরের নোংরা পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে পল্লী এলাকা। এর আগে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও'র হস্তক্ষেপে সেখানে কিছুদিন অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ ছিল। আবার তা মাথা চাড়া দেওয়ায় এ নিয়ে গ্রামবাসীরা রীতিমত উদ্বিগ্ন। ১৩ সেপটেম্বর রাত্রে এক মহিলাকে মুখে কাপড় বেঁধে কয়েকজন দুর্বৃত্ত জোর করে ষ্টেশন চত্বর থেকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুনীতের চোখে মুখে আতংক কাটেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তাল পদ্মার তোড়ে ভেসে যাওয়া মোষের পিঠে চড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বালিঘাটায় তার ঘরে ফিরে এসেছে সুনীত ঘোষ। পনের বছরের ওই কিশোরের চোখে মুখে এখনও আতংকের ছাপ। সুনীত নুরপুরের চর-এ গিয়েছিল মোষ চড়াতে। হঠাৎ দেখা দেয় বন্যা। একদিন এক রাত্রি বাঁশের মাচায় অনাহারে কাটিয়ে সোমবার ভোরে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে ঝাঁপ দেয় উত্তাল পদ্মায়। ভেসে যাওয়া একটি মোষের পিঠে চড়ে ভেসে যায় সে। ঘূর্ণিতে মাঝে মধ্যে পিছলে পড়ে গিয়েও মোষটির লেজ ধরে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্যা কবলিত বুথে নির্বাচন স্থগিত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : অকস্মাৎ বিধ্বংসী বন্যার ফলে ২৫ সেপটেম্বর যে কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তার কয়েকটিতে ভোট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার বহরমপুর সার্কিট হাউসে জেলা শাসক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইলিশ দশ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বন্যার ফলে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এ্যাফ্লেক্স বাঁধের বাজারে মাছ বিক্রী হচ্ছে অত্যন্ত সস্তায়। ইলিশের কিলো ১০ টাকায় নেমেছে। অন্যান্য মাছ বিকোচ্ছে ১ থেকে ৩ টাকা দরে। বন্যার জলে জাল ফেলে ব্যাপকভাবে মাছ ধরা পড়ায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আশ্বিন বুধবার, ১৩৯০ সাল

শারদ ভাবনা

শারদ আকাশ ; শারদ প্রকৃতি। কিন্তু আকাশের ঘনঘটা বাড়াবাড়ি আকারের হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহের দিনগুলিতে একটানা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। স্বল্পকালীন সময়ের হইলেও প্রায় জোড় চাপের বৃষ্টি হইয়াছে। অন্তিমবর্ষা এবার যেন ভারতের সর্বত্র বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে মানুষের হয়রানি ঘটাইয়াছে। এই বর্ষণের ফলশ্রুতি বিভিন্ন প্রদেশে অভাবিত বন্যা, প্রাণহানি, ধস ইত্যাদি। একদিকে চাষ যেমন সুসম্পন্ন, অন্যদিকে ধান চারাসহ শত শত একর জমি জলতলে। ফসলের আশ্বাস নাই খরায়, অতি বর্ষণেও।

আশ্বিন মাস শুরু হইয়াছে। বৎসর-ব্যাপী গ্লানির বোঝা বহিয়া বাংলার মানুষ শারদ প্রকৃতিতে ও পরিবেশে উন্মন হইতেছেন। বলা হয় 'শরৎ ছুটির ঋতু'। তাই শারদীয়া পূজাব-কাশে মন 'পালাই পালাই' করে। কিন্তু সে কাহাদের? অবশ্যই কাঞ্চন-কুলীনদের। কাহারা কাঞ্চনকুলীন? যাহারা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ ভোগ করিতেছে ; যাহারা নির্দ্বিধায় অন্যায়ের বেসাতি করিয়া ব্যবসায়ে ও চাকুরীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, যাহারা রাজ-নীতিক-মওকায় পথ-ভিক্ষুকত্ব পরি-হারপূর্বক উজ্জ্বল ললাটবন্ত হইয়াছে অতি সাধারণ ও দিন-খাওয়া দিন-খাওয়া মানুষেরই কৃপায়। এই হত-ভাগ্যেরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। শরৎ ইহাদের মনে কোন সাড়া জাগাইতে পারে না। তাদের শুধু শারদ দিনের ভাবনাই নয়, সারা বছরই তাহারা ভাবে—'সংসার কিসে চলবে?'

তাহার উপর বাড়তি চাপ। পূজার আয়োজন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নববস্ত্র ক্রয়ের সমস্যা, কিছু ভালমন্দ খাদ্য-সামগ্রী আয়োজন করিবার সমস্যা। এমনই ত সারা বৎসরে দফায় দফায় বিবিধ পণ্যের দরবৃদ্ধি। তাহার উপর পূজার মরশুমে গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া। যাহারা বোঝা বহিতেছে, তাহারাই বোঝার চাপ বুঝিতে পারে। পূর্ণিমা চাঁদ তাহাদের কাছে ঝলসান রুটি বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

॥ তিন্ন চোখে ॥

বর্ষণ ক্লান্ত মেঘের ভার কাটতে চায় না। মেঘ ও রৌদ্রের দৌড় প্রতি-যোগিতার মধ্যে শরতের প্রথম আভাস দেখা দেয়। মেঘ-বৃষ্টি খেলার মধ্যেই এবার চলে এসেছে শরৎ। শরতের সোনার আলোর অঞ্জলি গ্রাম বাংলার মাঠে ঘাটে প্রান্তরে, ক্ষেতে, সুচিক্কন তৃণদলে, তরঙ্গিত ধানের শীষে, গাছ-গাছালির মাথায় ঠিক ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। এখনও বর্ষা শরতের সোনালী বুকে। তবুও চোখ যায় নদী তীরের কাশফুলের দিকে। কাশ-ফুলের শুভ্রহাসি—সোনালি রৌদ্রের চমক, মাঝে মাঝে মেঘের গুরুগর্জন—ধারাপাত সব মিশে একাকার হয়ে যায়।

শরৎ আর আগের মত প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে না। 'আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে হাসিছে নিখিল অবনী।' শরতের এই রূপ আজ অন্তর্হিত। শিউলি ফুলের সুবাস, মেঘমুক্ত নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা, কাশফুলের শুভ্রহাসি, খালে বিলে পদ্মের সমারোহ, সোনালী ধানের তরঙ্গ—এ রূপ আজ গ্রামবাংলার বুক থেকে যেন হারিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে সোনালী ক্ষেতের উপর দিয়ে, জনপদের বুক চিরে বয়ে চলেছে বন্যার জলধারা। শরতের নীল আকাশ বর্ষার জলভরা কালোমেঘে ঢাকা। তবুও আবেগ প্রবণ বাঙালী অপেক্ষা করে থাকে শরতের সেই নয়নভোলানো রূপটি দেখার জন্য। রাত্রিতে নির্মেঘ আকাশের বুকে দেখা দেবে শারদীয় চন্দ্রমা। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি পদ্মের সঙ্গে হৃদয় দেবে মেলে। সেই পদ্মের উপর শারদলক্ষ্মী তাঁর শুভ্র চরণ দু'খানি মেলে দাঁড়াবেন। জেগে উঠবে কুটিরে কুটিরে নব নব আশা।

মণি সেন

প্রাক্তন প্রধানের বাড়িতে রেল সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রামে প্রাক্তন এক অঞ্চল প্রধানের বাড়ি থেকে রেলের চাবি ও ফিসপ্লেট-সহ কিছু রেলওয়ে সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বুধবার। পুলিশ এ ব্যাপারে প্রধানের পুত্রকে ধরে নিয়ে গেলেও পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় একটি রাজনৈতিক দলের হস্ত-ক্ষেপে। এ ব্যাপারে সাগরদীঘি পুলিশের হাতে ধৃত অপর এক ব্যক্তিকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

আবদুর রাকিব

বাজে কথা

৫ই সেপটেম্বর, শিক্ষক দিবস। এক কিস্তি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আজ আমার কোন কাজ নেই। অতএব কি করি, কি করি ভেবে শেষ-মেষ এক কাপ চা বানিয়ে নিলুম, হাতে কাজ না থাকলে যা আমি প্রায় করি।

পেয়ালায় চুমুক দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার চোখ চলে যায় তাকের ওপর। কবে ওখানে তুলে রেখেছি কয়েক বাণ্ডিল ষাণ্মাসিক পরীক্ষার খাতা। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। কিন্তু ওগুলো ত দেখতে হবে!

মুহূর্তের মধ্যে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা বিষপাত্রে পরিণত হল। নীল বিদ্যুতের চাবুকে একটি কর্মহীন পূর্ণ অবকাশের দিন কঁকিয়ে উঠল। আমার আরাম আর উত্তাপের আমেজটুকু ঝলসান পাতার মত নেতিয়ে এল অচিরাৎ। দেখতে পাচ্ছি, খাতার ওপর ধুলো-ময়লা জমেছে। তার ওপর আমাকে পরোয়া না করে মাকড়শারা দিব্যি জাল বুনে রেখেছে।

আমার রাগ হয়। কার ওপর ঠিক বুঝতে পারি না। মাকড়শাদের ঔদ্ধত্য গুঁড়িয়ে দিতে পারি এক্ষুনি। খাতাগুলি পুড়িয়ে দিতে পারি পলকের মধ্যে। খাতা ত নয়। গাছা গাছা ময়লা কাপড়। আমাকে ধুয়ে কেচে সাফ করতে হবে। শিক্ষক হয়ে ধোপার কাজ! কি ভেবেছে সব? রজকবন্ধুরা তবুও পয়সা পায়। আর স্কুলের খাতা দেখার জন্যে আমাকে বাড়তি একটা বিড়ি দেবে কেউ?

রেগে গেলে মানুষের বুদ্ধি হ্রাস হয়। আমার হয় বুদ্ধি বৃদ্ধি। মাথা যত গরম হয়, বুদ্ধি গলে গলে ততই বেরিয়ে আসে নাক-কানের ফুটো আর মুখ দিয়ে। গরম থাকতে থাকতে যেমন লোহার গায়ে ঘা দিতে হয়, আমিও তেমনি কাজ সারি রাগের মাথায়। আজও একটা উপায় ভেবে ঠিক করলুম। এই খাতাগুলি আমি হারিয়ে দেব। তারপর, মার্কসীট জমা দেব অফিসে। যেমন অন্যেরা দেয়। দামী-নামী পরীক্ষার খাতা হারায় ট্রামে-বাসে-ট্রেনে, নালা-নর্দমায়, রেস্তোরায় অথচ মার্কস দিব্যি জমা পড়ে যায় অফিসের টেবিলে। আমার জানা এক মৌলভী সাহেবও তাই করে-ছিলেন।

বেচারা মানুষ। স্কুলে আসতেন টাট্টু ঘোড়ায়। সেবার পরীক্ষার খাতা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। টাটটু বোধ হয় দাবার আড়াই-কদম চালে চল-ছিল। খাতা পড়ে গেল মাটিতে। আর তিনি সেটা টের পেলেন না। এক সহকর্মী সেগুলি কুড়িয়ে পেলেন। কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না। মৌলভী সাহেবের তাতে কিছু যায়-এল না। যথারীতি মার্কস জমা দিলেন। সহকর্মী বললেন, মার্কস জমা দিলেন?

দিলাম ত।

কি করে দিলেন?

মানে?

মানে খাতাগুলি ত আমার হেফাজতে।

মানে?

আর মানে! সহকর্মী হাসলেন।

ধরা পড়ে বেচারা সাত্ত্বিক মানুষও হাসলেন। তারপর, নীচু গলায় বললেন, আন্দাজে বসিয়ে দিয়েছি। কে কেমন পড়া করে, আমি ত জানি। এইটেই কথা। ক্লাসের কে, কেমন ছেলে, আমরা জানি। কষ্ট করে আবার খাতা দেখা কেন? একটা বেফালতু ব্যাপার। সদাশয় সরকার এই ঝুট ঝামেলা থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের রেহাই দিয়েছেন। পরীক্ষা তুলে দিয়েছেন। অতঃপর, ধাপে ধাপে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরেও এই ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। ছেলেমেয়েদের একটা মূল্যায়ন করলেই যথেষ্ট। ত, সেটা খুবই সহজ কাজ। কেন না, মৌলভী সাহেবের ভাষায়, কে, কেমন পড়া করে আমি ত জানি।

বলা বাহুল্য, এমন একটি সহজ উপায় খুঁজে পেতেই, আমার রসনা-প্রসূন পুনরায় মধুরসে পরিষিক্ত হল। শেষ চুমুক দিয়ে আমি বলে উঠি, আঃ! কি আরাম!

কিন্তু তখন অন্য একটি ভাবনা মাথায় এল। আপাততঃ আমি মুক্ত। খাতা-টাতা আর দেখব না। কিন্তু ঐ ক্লাস করার ব্যাপারটি কি করে এড়াই? ও কাজটাও ত বড্ড বাজে মনে হচ্ছে। তার কি হবে? বুদ্ধি একবার খেললে আর ভয় কি! আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল এক ভাগ্নের কথা। ভাগ্নে আমার প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী করে। কিন্তু দেখি, স্কুলে যায় না। কোনদিন একটায় গেল ত ফিরল দুটোয়। দুটোয় গেলে আড়াইটেয়। এক একদিন শুধু বুড়ি ছুঁয়ে ফিরে আসে। কেবল পোষ্ট অফিসে বেতন এলে, কষ্ট করে প্রথমেই টাকাটা তুলে নেয়। আজ শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্লক ফুটবলে অব্যবস্থা

সাগরদীঘি : এই ব্লকে আন্তঃ ব্লক স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ২০টি স্কুলের মধ্যে অনেকেই অংশ নেয়নি অথচ স্কুলে ক্রীড়া শিক্ষকের পদ আছে। এই খেলা পরিচালনা করছেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। খেলার মাঠে পরিচালকদের কারও নাকি পাত্তা পাওয়া যায় না। ঠিক সময়ে খেলা হয় না, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেও গড়িমসি চলে। ১০-৮-৮৩ বালিয়া স্কুল বনাম সাগরদীঘি স্কুলের খেলা অমীমাংসিত হয় এবং খেলার পরিবেশ ভালো না থাকায় বালিয়া স্কুল লিখিতভাবে মাঠ পরিবর্তনের কথা জানান সত্ত্বেও আকস্মিকভাবে ১৭-৮-৮৩ বিকালে বালিয়ায় চিঠি আসে ১৮-৮-৮৩ ঐ মাঠে খেলা হবে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বালিয়া টিম অংশগ্রহণ করে কিন্তু খেলা পরিচালনা কমিটির কেউ ঠিক সময়ে মাঠে উপস্থিত না থাকায় ৫-১৫ মিঃ খেলা শুরু হয়। অর্ধবিরতির পর রেফারি খেলাতে পারেননি। কারণ সাগরদীঘি টিম প্রথম থেকেই রেফারিকে অবমাননা করে এবং খেলা চলাকালীন ওখানকার কিছু দর্শক বালিয়া স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সুখেন্দু সরকারকে মারধোর করে। এ ব্যাপারে বালিয়া স্কুল ১৯-৮-৮৩ ডাকযোগে অভিযোগ পত্র পাঠিয়েছেন।

এনকেফেলাইটিস রোগের বিরুদ্ধে সতর্কতা

প্রতি বছর আগষ্ট-সেপটেম্বর মাসে বর্ষার মরশুমে জাপানী এনকেফেলাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভাইরাস জনিত এই রোগটির প্রাথমিক লক্ষণ হল সামান্য জ্বর থেকে প্রবল জ্বর, ক্রমে মাথায় পিঠে যন্ত্রণা, অস্থিরতা এবং ঘাড়ের কাছে কাঠিন্য বোধ। কোন কোন ক্ষেত্রে হাতে পায়ে খিঁচুনী ও রোগীকে অজ্ঞান হতেও দেখা যায়। সাধারণতঃ ২০ বছরের কম বয়সীদের এই রোগ হবার বেশি সম্ভাবনা থাকলেও যে কোন বয়সী মানুষের এই রোগ হতে পারে। জাপানী এনকেফেলাইটিস ছোঁয়াচে নয়, তবে গরু, মোষ, শূকর থেকে মশার সাহায্যে এই রোগ মানুষের মধ্যে ছড়ায়।

যেহেতু মশা এই রোগের বাহক তাই এই রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে হলে কয়েকটি বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া একান্তই দরকার। এগুলো হল, চারপাশে জল জমতে না দেওয়া, বাড়ির ভেতরে ও বাইরে গ্যামাকসিন ও ম্যালাথিয়ন স্প্রে ব্যবহার করা, কাছাকাছি খাটাল কিংবা খোঁয়াড় থাকলে তার অপসারণ ব্যবস্থা ও সেখানে স্প্রে করানো, এবং রাত্রে শোবার সময় নিয়মিত মশারি ব্যবহার করা।

ক্লাবের রজত জয়ন্তী পালন

রঘুনাথগঞ্জ : অগ্নিফৌজ এ্যাথঃ ক্লাবের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উৎসবের সপ্তাহব্যাপী প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান রঘুনাথগঞ্জ ক্লাব প্রাঙ্গণে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম পর্বের এই অনুষ্ঠান শুরু হয় ২ সেপ-টেম্বর। ব্রতচারী, জিমন্যাসটিক, লোকসঙ্গীত ও লোকরঞ্জন শাখার দুটি নাট্যাভিনয় ছিল মূল অনুষ্ঠানের আকর্ষণ। ক্লাব সভ্যরা শহরের কিছু এলাকায় সাফাই অভিযানেও অংশ নেন। ২১ জন সদস্য রক্তদান করেন।

দল পরিবর্ত্তন

আমি শ্রীনিমাই মাঝি পিং ৺ছটাকী মাঝি সাং+পোঃ হিলোড়া, থানা সুতি, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমি এতদিন আর এস পির একজন কর্মী ছিলাম। উক্ত দলের দুর্নীতিমূলক কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আমি আর এস পি দলের ২০ জন কর্মী-সহ অদ্য হইতে কংগ্রেস (ই) দলে যোগদান করিলাম।

৮।৯।৮৩ শ্রীনিমাই মাঝি

নৈশ বিদ্যালয়

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে ম্যাকেঞ্জি পার্ক মিউনিসিপ্যাল ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে দুঃস্থ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহরে এ ধরনের উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বাজে কথা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ভাগ্‌নে আবার প্রধান অতিথি হয়ে আসছে। ঠিক করলুম, আজই স্কুল না যাওয়ার মন্ত্রটা ভাগ্‌নের কাছে নিয়ে নেব।

সভা শেষে প্রশ্নটা রাখতে ভাগ্‌নে গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, উপায়টা সহজ। কিন্তু আপনি কি পারবেন? কোন পার্টির ক্যাডার কিংবা কমরেড হতে হবে। অঞ্চল, পঞ্চায়েত সমিতি কিংবা জেলা-পরিষদের সভ্য হতে হবে। হয় হবেন মেম্বার কিংবা কিং-মেকার। তা হ'লে আর স্কুলের ঝামেলা থাকবে না। বক্তৃতা শুনলেন নিশ্চয়ই। শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড। তাই, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকদের সরিয়ে আনা হচ্ছে সমাজ ক্ষেত্রে। সমাজের মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে তাঁরা ভাষা দেবেন। কত কাজ! কত দায়িত্ব!

আমি বলি, কিন্তু ভাগ্‌নে, শিক্ষক যে মানুষ গড়ার কারিগর।

বটেই ত। কারিগর তাঁরা। যন্ত্রপাতি নিয়ে, ঠোকাঠুকি করে তাঁরা সমাজের গড়ে তুলবেন। তাঁরা শিল্পী নন। যদি কেউ যন্ত্র ছেড়ে তুলি ধরেন, তবে তাঁকে হতে হবে অবশ্যই টিনিয়ান, র‍্যাফায়েল নয়।

তা হলে স্কুলগুলির কি হবে?

কেন, যে সব শিক্ষকের নেতা, ক্যাডার কিংবা কমরেড হওয়ার যোগ্যতা নেই, সেই সব জন্মবৃদ্ধ বন্য রামনাথেরা ছেলেমেয়েগুলোকে একটু আটকাতে পারবে না? ভাগ্‌নে আমাকে ধমক দিল। আমি তড়িঘড়ি বলে উঠি—ঠিক, ঠিক, দারুণ একটা উপায় বলে দিয়েছ ভাগ্‌নে। আমি এবার এই রকমই একটা কিছু করব। তুমি নেতা মানুষ। আমাকে একটু সাহায্য করো।

ভাগ্‌নে সহাস্যে সম্মত হল। আমিও আশ্বস্ত হলুম।

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোকানে সেলস্ কাউন্টারের জন্য মেয়ে প্রয়োজন। ন্যূনতম যোগ্যতা এস, এফ। বেতনের অতিরিক্ত খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা আছে।

মেসার্স নিউ লাইফ হোমিও ক্লিনিক
প্রোঃ শ্রীভাগচাঁদ জৈন
জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কন্‌ট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট, সরবরাহ করা হয়।
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ, কান্দী, জঙ্গীপুর ও বহরমপুর সদর মহকুমার সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের নির্ব্বাচন কমিশনারের নির্দ্দেশ অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় যথাক্রমে ৫০-ফরাক্কা, ৫১-ঔরঙ্গাবাদ, ৫৪-জঙ্গীপুর, ৫৫-লালগোলা, ৫৬-ভগবানগোলা, ৫৭-নবগ্রাম, ৫৮-মুর্শিদাবাদ, ৬৩-বহরমপুর, ৬৫-কান্দি ও ৬৭-বড়ঞা বিধানসভার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় ১৯৮৩ সালের সংশোধনের (ইনটেনসিভ রিভিশন) কাজ আগামী ১৫-৯-১৯৮৩ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। ইংরাজীর ১-১-১৯৮৪ তারিখে যাহাদের বয়স কমপক্ষে ২১ বৎসর পূর্ণ হইবে তাহারাই ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী।

নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুযায়ী নূতন করিয়া ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলিবে

১।	বাড়ী বাড়ী যাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে ভোটার তালিকার সংশো-ধনের কাজ চলিবে।	ইংরাজীর ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৩ পর্য্যন্ত।
২।	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ (সংশ্লিষ্ট ই. আর-ও-র অফিস ও প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র)	ইং ১৬-১২-১৯৮৩
৩।	দাবী বা আপত্তি দাখিলের তারিখ	ইং ১৬-১২-১৯৮৩ হইতে ইং ৭-১-১৯৮৪ পর্য্যন্ত।
৪।	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	ইং ২৫-১-১৯৮৪

প্রতি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে একজন করিয়া সরকারী ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনসাধারণের সাহায্যার্থে থাকিবেন। খসড়া ভোটার তালিকা এবং প্রয়োজনীয় ফরম ও নির্দেশ তাহার নিকট পাওয়া যাইবে এবং তাহার নিকটেই ফরম জমা দিতে হইবে।

এই বৃহৎ কাজে আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্তভাবে কাম্য।

স্বাঃ প্রসাদ রায়
জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বিধ্বংসী বন্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্লকের গিরিয়া, সেকেন্দ্রা, মিঠিপুর, বড়শিমুল, নুরপুর, সাদিকপুর অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম ৮-১০ ফুট জলের তলায়। বাড়ির মধ্যেই বাঁশের মাচা তৈরী করে মানুষজন বসবাস করছেন। একই মাচায় রয়েছে গরু, ছাগল, কুকুরও। নবাব জায়গীর, বড়শিমুল, নুরপুর, মিঠিপুর, সেকেন্দ্রা, জোতসুন্দর, মুকুন্দপুর, ফতাইপুর, কালোপুর, গোঠা, খড়িবোনা, চান্দামারি, মদনপুর, মদনা, শেরপুর সর্বত্রই দেখা গেছে বন্যার্তরা আশ্রয় নিয়েছেন বাঁশের মাচায় ৮-১০ ফুট জলের উপরেই। প্রকৃতিও বাধ সেধেছে। গত তিনদিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে দেড় লক্ষ জলবন্দী মানুষ রয়েছেন কেউ অনাহারে, কেউবা অর্দ্ধাহারে। কারও ঘরে চাল, ডাল থাকলেও ফুটিয়ে খাবার উপায় নেই। অনেকেই রয়েছেন বাড়িতে লাগানো গাছের পাতা, অথবা শাকপাতা খেয়ে। সমস্ত টিউবওয়েল জলের নীচে ডুবে রয়েছে। কোথাও কোথাও নৌকায় করে পানীয় জল পৌঁছে দিতে দেখা গেছে গ্রামের যুবকদের। বহু গ্রামে কোন নৌকা নেই। কলার ভেলা বেঁধে বহু পরিবারকে জিনিষপত্র নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে দেখা গেছে। গতিয়াতে বন্যায় দু'জনের এবং সেকেন্দ্রায় এক জনের মৃত্যু সংবাদ মিলেছে। এদের একজন বৃদ্ধা। অন্য দুজন শিশু ও বালিকা বাঁশের মাচা থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে গিয়ে তারা বন্যার জলে তলিয়ে গেছে। সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা চর এলাকায়। পদ্মার ওপারে চর পিরোজপুর ও নারুখাক গ্রামগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওই গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ কি অবস্থায় আছেন বা ভেসে গেছেন কিনা তা কেও জানে না। ব্লকের বি ডি ও এ ব্যাপারে রীতিমত আশঙ্কিত। বড়শিমুল অঞ্চলভুক্ত ওই গ্রাম দুটিতে ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্যের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। উত্তাল পদ্মা পেরিয়ে কোন সরকারী অফিসারই সেখানে যেতে পারেননি। ওপার থেকেও কেউ এপারে আসেননি। অবস্থা সরজমিনে দেখতে নৌকা নিয়ে বারবার চেষ্টা করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি। দূর থেকে কয়েকটি বিন্দুর মত গ্রামের কিছু বাড়ির চূড়া দেখা যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির। বি ডি ও এ কে চন্দ্র জানান, জল এখনও বাড়ছে। ৭শো বাড়ি-ঘরের ক্ষতি হয়েছে। তবে এই সংখ্যা ১০ হাজারে দাঁড়ালেও তিনি আশ্চর্য্য হবেন না। একই অবস্থা সুতী ১ ব্লকের গ্রামগুলিতেও। সেখানে ইতিমধ্যেই প্রায় ৪শো বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে। পঞ্চায়েতের এক সদস্য জানিয়েছেন, এই সরকারী তথ্য ঠিক নয়। অন্ততঃ এক হাজার বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। জল নেমে গেলে সে সংখ্যা ৭-৮ হাজারে দাঁড়াবে। দুটি ব্লকের প্লাবিত অঞ্চলগুলির সমস্ত ফসল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা। এই অঙ্ক শেষ পর্যন্ত ৫০ থেকে ৬০ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। এ বারের বন্যা চিত্রের সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা সরকারী ত্রাণের। দুটি ব্লক অফিস থেকে ৭ দিনে একাধিক বার্তা পাঠানো সত্ত্বেও এ পর্যন্ত ত্রাণ সামগ্রীর একটি দানাও এসে পৌঁছোয়নি। ৪ হাজার ত্রিপল চেয়ে মিলেছে মাত্র ২৫০টি। বড়শিমুল অঞ্চলের প্রধান বদরুদ্দিন আহমেদ জানালেন, এ রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা কখনও দেখা যায়নি। এর ফলে লোকজনের দুঃখকষ্ট বেড়েছে। বন্যার্তরা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কাটাচ্ছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে খোলা আকাশের নীচে হাজার হাজার বন্যার্তের কাছে পানীয় জল পাঠানোও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় তারাও অসহায় হয়ে পড়েছেন। বদরুদ্দিন সাহেবের আশঙ্কা জল যেভাবে বাড়ছে তাতে বন্যা আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং মহামারিও দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে।

আতঙ্ক কাটেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোনক্রমে দুপুর ১টা নাগাদ লালগোলার কাছে ময়ায় গিয়ে পাড়ে ওঠে। দীর্ঘ ৭ ঘণ্টার মরণপণ লড়াই-এর পর সন্ধ্যে নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় সুনীত তার বাড়িতে ফিরলে পরিজনরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বিপন্ন নিরাপত্তা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাশের মাঠে তুলে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে ছিল একটি ছোট মেয়ে। সে এসব দেখে চীৎকার শুরু করলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ছুটে আসে এবং দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মহিলাটিকে উদ্ধার করে। এ নিয়ে ষ্টেশনে বেশ হৈ চৈ পড়ে। এ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ইলিশ দশ টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জন্যই তা এত সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এক মুখপাত্র এই মাছ খাওয়ার ব্যাপারে রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তার মতে, এর ফলে মহামারি দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ওই মুখপাত্র আরো বলেছেন, পানীয় জলও বন্যার্তদের ফুটিয়ে খেতে হবে। এখন পর্যন্ত ওষুধপত্র না আসায় বন্যা কবলিত অঞ্চলে চিকিৎসার কোন রকম ব্যবস্থা করা যায়নি। তবে বার্তা গেছে, ভ্যাকসিন ও ওষুধপত্র দু'চার দিনের মধ্যেই হয়ত এসে পড়বে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর আশা প্রকাশ করেছেন।

নির্ব্বাচন স্থগিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ব্লকের বি ডি ওদের কাছ থেকে বন্যার সামগ্রিক রিপোর্ট পাবার পর সেখালিপুরের ৪টি বুথসহ নুরপুর এবং সাদিকপুর অঞ্চলের সমস্ত কেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য এ সম্পর্কে এখনও সরকারীভাবে কোন রকম ঘোষণা করা হয়নি। একজন বি ডি ও জানান, বন্যার শেষ পরিস্থিতি দেখার পর শনিবার নাগাদ নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হবে। তবে বন্যা যেভাবে রুদ্রমূর্তি নিয়েছে তাতে ওই বি ডি ওর মতে, প্লাবিত এলাকাগুলিতে নির্বাচন হচ্ছে না। এ দিকে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের যে অঞ্চলগুলিতে বন্যা দেখা দেয়নি সেগুলিতে নির্বাচন করার প্রস্তুতি চলেছে। চলেছে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারও। বৃহস্পতিবার সি পি এম সম্মতিনগরে একটি নির্বাচনী জনসভারও আয়োজন করেছে বলে জানা গেছে।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেন গুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।